মেহেরপুর-২ আসনে ডাক্তার নাজমুল হক সাগর এমপি নির্বাচিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর- ২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর (নৌকা প্রতীক) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক প্রতীকে) পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রীতম সাহা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বেশি পেয়েছেন ২৩ হাজার ১৩৫ ভোট।

এ আসনে ভোটার সংখ্যা ২লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন, মহিলা ভোটার ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৩৪ জন এবং হিজড়া ভোটার ২ জন।

মেহেরপুরের দুটি আসনেই নৌকা বিজয়ী

সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। মেহেরপুরের দুটি আসনে দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিলো। নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং মেহেরপুর ২ আসনে ডা: আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর বিজয়ী হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী।

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুরন-১ আসনে ফরহাদ হোসেন বিজয়ী হয়েছেন ৩৬৬২১ ভোটে। তিনি নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৯৪ হাজার ৩০৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আব্দুল মান্নান ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৬৮২ ভোট। এ আসনটিতে মোট ৩ লাখ ৩৭ জন ভোটার রয়েছেন। ভোট প্রদানের হার ৫২.৫৪ ভাগ।

শুধুমাত্র গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর বিজয়ী হয়েছেন ২৩ হাজার ১৩৫ ভোটে। তিনি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন ট্রাক প্রতীকে ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট পেয়েছেন। এ আসনটিতে মোট ২ লাখথ ৫৫ হাজার ৯২৯ ভোট। ভোট প্রদানের হার ৪৮ ভাগ।

মেহেরপুর ১ আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ছয় জন এবং মেহেরপুর ২ আসনের প্রার্থী সাত জন। তবে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দীতা হয়। অন্য দলের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলে জানা গেছে।

সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়। সুষ্টু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভোটাররা।

মেহেরপুরে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টায় আটক-২

মেহেরপুরে-১ সংসদীয় আসনের অন্তর্গত মেহেরপুর শহরের এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও সদর উপজেলার কাঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার সময় দুইজনকে আটক করেছে প্রশাসন।

রবিবার সকাল ১০ টার দিকে এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র

থেকে থানাপাড়ার মফিজুল নামের এক যুবক এবং কাঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে মাসুদ নামের এক যুবককে আটক করেছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

কাঠালপোতা কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ওমর ফারুক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আবুল কালাম আজাদ জাল ভোট সংক্রান্ত বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

নিষেধাজ্ঞা সত্বেও মেহেরপুরের রাস্তায় মোটরসাইকেলের অবাধ বিচরণ

মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও অবাধে চলছে মোটরসাইকেল। কেউ মানছে না এ নিষেধাজ্ঞা।

আজ শনিবার (৬ জানুয়ারী) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই অবাধে মোটরসাইকেল চলাচল করতে দেখা যায়। এমনকি সমগ্র জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে দিনব্যাপ চলাচল করেছে মোটরসাইকেল। এমন অবস্থায়



□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□, □□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□), □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□, □□□□– □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□, □□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□-□ (□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

□□ □□□□□□ (□ □□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□

চিঠির মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। নির্বাচনে সুষ্ঠ পরিবেশ না থাকায় ও কালো টাকার ছড়াছড়ির কারণে এবং দলীয় নেতাদের অসহযোগীতার অভিযোগ আনেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, তৃনমূল বি.এন.পির সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন তিনি। তিনি আশা করেছিলেন, দল সাবেক পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে মূল্যায়ন করবে এবং দল সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রদান করবে। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমাদানের পর থেকে দলের সভাপতি শমশের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার আব্দুল গনিসহ অন্যান্যদের সাথে বিরূপ আচরন শুরু করেন। তারা দলীয় ফান্ডসহ ও অন্যান্য জায়গা থেকে সংগৃহীত অর্থ প্রার্থীদের মধ্যে অল্প কিছু বিতরন করে সিংহভাগ অর্থ নিয়ে তারা তাদের নির্বাচনী এলাকায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে আব্দুল গনিসহ অন্যান্যরা অর্থের অভাবে প্রচার প্রচারনা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে তৃণমুল বিএনপির নেতাকর্মীরা অর্থের অভাবে প্রচার প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং অন্যান্য প্রার্থীদের অর্থের কাছে অসহায় বোধ করছে।

কর্মীরা পরামর্শ প্রদান করেন যে, অন্যান্য প্রার্থীদের অর্থের কাছে যদি সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে না পারি তাহলে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানো ভাল। তাদের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তবতার নিরীখে নির্বাচনে সুষ্ঠ পরিবেশ না থাকায় ও কালো টাকার ছড়াছড়ির কারণে এবং আমার দলীয় নেতাদের অসহযোগীতার কারণে আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।

এব্যাপারে প্রার্থী আব্দুল গনির সাথে তার ব্যবহৃত মুঠো ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায় নি।

মেহেরপুর-২ আসনের নির্বাচনী তথ্য

মেহেরপুরের দুইটি আসনে এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ১৩ প্রার্থী। দুইটি আসন মিলে জেলায় মোট ভোটা সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫

হাজার ৯৬৬ জন। দুইটি আসনেই আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

মেহেরপুর-২ (গাংনী):
একটি পৌরসভা ও একটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ভোটার সংখ্যা ২লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন, মহিলা ভোটার ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৩৪ জন এবং হিজড়া ভোটার ২ জন।

এ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত ডা. আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক। রাজনীতির মাঠে তিনি নতুন মুখ। তাঁর বিপক্ষে ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতীদ্বন্দ্বীতা করছেন দুই বারের সংসদ সদস্য ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেন। এছাড়া জাতীয় পার্টির কেতাব আলী লাঙ্গল, তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী আব্দুল গণী সোনালি আঁশ, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মো: শাহজামালকে (ছড়ি), ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী গোলাম রসুল আম, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী আল ফারুক ডাব প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

এ আসনে ৭ জন প্রার্থী থাকলেও মূলত নির্বাচনী প্রচারণা করতে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের।

এ আসনে একটি পৌরসভা ও ৯ টি ইউনিয়ন মিলে ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৯০টি। এর মধ্যে ২০টি কেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ চিহিৃত করে পুলিশ প্রশাসন। কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২জন পুলিশ সদস্য ১২ জন করে আনছার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি ও পুলিশের স্ট্রাইকিং ফোর্স তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

মেহেরপুর: ১ আসনের নির্বাচনী

তথ্য

মেহেরপুরের দুইটি আসনে এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ১৩ প্রার্থী। দুইটি আসন মিলে জেলায় মোট ভোটা সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯৬৬ জন। দুইটি আসনেই আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর):
একটি পৌরসভা ও দুইটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৬ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৮১ জন।

এখানে নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত ফরহাদ হোসেন। বর্তমানে তিনি সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন দুই বারের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান। তাঁর নির্বাচনী প্রতীক ট্রাক। রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন। তাঁর নির্বাচনী প্রতীক হচ্ছে ঈগল পাখি।

এছাড়া জাতীয় পার্টির মনোনিত প্রার্থী আব্দুল হামিদ লাঙ্গল প্রতীকে, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির তরিকুল ইসলাম আম, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের বাবলু জম ছড়ি প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

এ আসনে একটি পৌরসভা ও ১১ টি ইউনিয়ন মিলেন ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১১৭টি। এর মধ্যে ২২টি কেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ চিহিৃত করে পুলিশ প্রশাসন। কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২জন পুলিশ সদস্য ১২ জন করে আনছার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি ও পুলিশের স্ট্রাইকিং ফোর্স তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

গাংনীতে চারটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার, এলাকায় আতংক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (০৬ জানুয়ারী) সকালে উপজেলার চাঁদপুর-শালদহ উত্তর মাঠের পাকা সড়কের উপর থেকে স্থানীয় লোকজনের সংবাদের ভিত্তিতে হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা সেগুলো উদ্ধার করে। বোমা উদ্ধারের ঘটনা এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে হাটতে বের হয়ে রাস্তায় ৪টি কালো টেপ দিয়ে মড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশকে সংবাদ দেয়া হলে তারা বোমা সাদৃশ্য বস্তু গুলো উদ্ধার করে পানিভর্তি বালতিতে রেখে নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে বোমা সাদৃশ্য বস্তুগুলি রাস্তার পাশে রেখেছিল দুর্বৃত্তরা। পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু চারটি পানিতে চুবিয়ে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে থানায় নিয়ে আসে । তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভোটের একদিন আগে ছুটিতে গেলেন এডিসি আব্দুল কাদির মিয়া

মায়ের অসুস্থ জনিত কারণ দেখিয়ে ভোটের একদিন আগে ছুটি নিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল কাদির মিয়া।

গতকাল শুক্রবার রাতে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে থেকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে মেহেরপুর ত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান বিষয়টি মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল কাদের মিয়াকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা বিতর্ক চলছিল। তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়াই এ বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

এ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নান তার বিরুদ্ধে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগ করেছিলেন। ধারণ করা হচ্ছে তারি প্রেক্ষিতে তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে, তবে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন তাঁর মা অসুস্থ। তাই তিনি ছুটি নিয়েছেন, ছুটি শেষ করে চার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি আবার জয়েন করবেন।

মেহেরপুরে ২৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের আবুল খায়ের তামাক কোম্পানির সামনে থেকে ২৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আপেল ওরফে মামুন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই নূর মোহাম্মদ মোস্তফা, এস আই কাজী মহসিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটক আপেল ওরফে মামুন সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক মামুনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে